গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বস্ত্রকোষ, ঢাকা

১২.০৮.২০০২ তারিখে যুগ্ম সচিব (রপ্তানি) মহোদয়ের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বন্ডেড ওয়্যার হাউসের আওতায় আমদানিকৃত ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃ রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

গত ১২.০৮.২০০২ তারিখে যুগ্ম-সচিব (রপ্তানি) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল এর সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে (কক্ষ নং-১৩১) বন্ডেড ওয়্যার হাউস এর আওতায় আমদানিকৃত ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারীর নিকট ফেরত পাঠানোর পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য সভাটি একই বিষয়ে বিগত ২৩.০৩.২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পুনঃ রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের "Post-Facto" অনাপত্তিপত্র গ্রহণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত। বাংলাদেশ ব্যাংক ৪টি কারণ উল্লেখ করে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছে।

২। সভায় সভাপতির আহ্বান রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (বস্ত্রসেল) এর পরিচালক জনাব তৌফিক হাসান প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন এবং ২৩.০৩.২০০২ এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে "Post-Facto" অনাপত্তিপত্র গ্রহণের বিষয়টি সমর্থন করেন। এর উত্তরে যুগ্ম সচিব (রপ্তানি) বিষয়টি আরো সহজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে বিজিএমইএ'র অতিরিক্ত সচিব জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ বিজিএমইএ এর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বলে যে পুনঃ রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ লিয়েন ব্যাংক পূর্বেই ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের বিপরীতে বিদেশী মুদ্রা প্রেরণ করে না এবং প্রেরিত হয়ে থাকলেও তার বিপরীতে রপ্তানি ঋণপত্র বা টিটি এর মাধ্যমে অগ্রীত অর্থ প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই প্রত্যয়নপত্র জারী করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব আবুল কালাম আজাদ অনাপত্তি জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের তদারকী করে থাকেন এবং বর্তমানে অনাপত্তি পত্রের ব্যবস্থা সাধারণ রপ্তানীর জন্য প্রবর্তিত ইএক্সপি ব্যবস্থা অংশ। বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি পরিহার করে পুনঃ রপ্তানিকরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণে তাদের কোন আপত্তি নেই। বিজিএইএ'র পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম মুর্শেদী পোশাক শিল্পের বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক প্রতিযোগিতার উল্লেখ করে বলেন যে, বর্তমানে বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করে এর জন্য ব্যয়িত সময় হ্রাস করতে হবে। বিকেএমইএ'র প্রতিনিধি জি. এম. হায়দার আলী জনাব মুর্শেদীর বক্তব্যকে সমর্থন করে পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করার উপর জোর দেন। সবায় সভাপতি পদ্ধতিগত জটিলতা সহজীকরণের বিষয়ে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একমত পোষণ করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান।

এইরূপ আলোচনান্তে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে-

ক) যে সকল ক্ষেত্রে ত্র"টিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় করা হয়নি এবং লিয়েন ব্যাংক ঐ অর্থ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদান করতে হবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে সনদপত্র প্রদান করেছেন সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্রয়ন ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার পুন: রপ্তানি অনুমোদন করবেন এবং সে মতে রপ্তানি সম্পাদিত হবে।

খ) যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক ত্র"টিযুক্ত কাপড় পুন: রপ্তানির জন্য রপ্তানি ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে বা টিটির মাধ্যমে অথ্য অগ্রীম প্রেরণ করেছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র এবং বন্ডারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার পুন: রপ্তানির অনুমোদন করবেন।

গ) ত্র"টিযুক্ত কাপড় পুন: রপ্তানির জন্য সকল ক্ষেত্রে আবেদনপত্র কাপড় আমদানির ৯০ দিনের মধ্যে বন্ড কমিশনারের বরাবরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) সনদপত্র প্রদানকারী লিয়েন ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এ বিষয়ে একটি বিবরণী দাখিল করবেন।

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক এই জাতীয় কেসসমূহ যথার্থতা যাচাই এর জন্য প্রয়োজন বোধে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন করতে পারবেন।

০৩। আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ইসমাইল)
যুগ্ম সচিব (রপ্তানি)